দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 15 JUN 2007
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

মেধাবীদের ভর্তি সংকট ও সমমানের শিক্ষা

মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের অনেককেই এবার কাঙ্ক্ষিত বা নামীদামী কলেজগুলোতে ভর্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতে হবে। এমনিতেই প্রতি বছর নামীদামী বা ভালো বলে পরিচিত কলেজগুলোতে ভর্তির ক্ষেত্রে সংকট থাকে। এসএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশের পরই উচ্চ মাধ্যমিকে ভর্তি নিয়ে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা দেখা দেয়। এর মূল কারণ দেশে ভালো মানের কলেজের সংখ্যা নিতান্তই কম। জাতীয় জীবনে এ এক বড় সংকট হলেও এ ব্যাপারে জাতীয় পর্যায়ে কোন মনোযোগ বা গুরুত্ব দেয়া হয়নি। এ কারণে সংকট দিন দিন বেড়ে চলেছে। এবার এসএসসি পরীক্ষায় পাসের হার গত বছরের তুলনায় কম হলেও ভালো ফলের হার বেড়েছে। ফলে ভর্তি ক্ষেত্রে সংকট আরো ঘনীভূত হবে। এসএসসিতে এবার জিপিএ-৫সহ উচ্চ ও মধ্যম মানের জিপিএপ্রাপ্তি আগেরবারের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু সে তুলনায় দেশে ভালো কলেজের সংখ্যা কম এবং সেগুলোতে আসন সংখ্যাও সীমিত। বিশেষ করে রাজধানীসহ শহরাঞ্চলের নামকরা কলেজগুলোতে ভর্তির ক্ষেত্রে সংকট প্রকট হয়ে উঠবে। ভালো ফল করার পরও মেধাবী ছাত্রছাত্রী এবং তাদের অভিভাবকদের দুশ্চিন্তা শেষ হয়নি। কথিত ভালো কলেজগুলোতে ভর্তির জন্য মেধাবী ছাত্রছাত্রীদেরই শুধু প্রতিযোগিতা করতে হবে না, বরং অভিভাবকদেরও এক প্রকার প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে হবে। এ প্রতিযোগিতা হবে গলাকাটা ফি, ডোনেশন ইত্যাদি দিতে পারার অর্থাৎ আর্থিক সামর্থ্যের। অতীতে ভর্তিকালীন এ বিষয়গুলো লক্ষ্য করা গেছে।

আমাদের শিক্ষা ক্ষেত্র যে মারাত্মক অসঙ্গতির শিকার, এটা ব্যাখ্যা করে বলার দরকার নেই। একদিকে ভালো কলেজে ছাত্র ভর্তির সংকট যেমন রয়েছে, তেমনি আরেকদিকে সাধারণ কলেজগুলোতে ছাত্র না পাওয়ার সংকটও রয়েছে। অর্থাৎ ভালো কলেজগুলোকে যখন ছাত্রভর্তি ঠেকাতে ব্যস্ত থাকতে হয়, অখ্যাত কলেজগুলোকে তখন মেধাবী ছাত্র যোগাড়ে নামতেও দেখা যায়। সঙ্গত কারণেই ভালো কলেজে ভর্তির ঝোঁক থাকায় এই শেষোক্ত অনেক কলেজেই আসন শূন্য থাকতে দেখা যায়। শিক্ষা তথ্য পরিসংখ্যান ব্যুরোর বরাত দিয়ে এক খবরে বলা হয়েছে যে, এ বছর এসএসসি পাস করেছে ৫ লাখ ৯৭ হাজার ছাত্রছাত্রী আর কলেজগুলোতে আসন সংখ্যা ৪ লাখ ৬৩ হাজার। ফলে প্রায় ১ লাখ ৩৪ হাজার ছাত্রছাত্রীর ভর্তির সংকট দেখা দেবে। এছাড়া শুধু জিপিএ-৫ পাওয়া ২৫ হাজার ৭৩২ জন শিক্ষার্থীই নয়, জিপিএ-৪ থেকে জিপিএ-৩ দশমিক ৫-এর বেশী পাওয়া প্রায় ৩ লাখ শিক্ষার্থীর জন্যও পর্যাপ্ত ভালো কলেজ নেই। কারণ দেশে ভালো মানের কলেজের ব্যাপক সংকট রয়েছে। ফলে এই মেধাবী শিক্ষার্থীদেরও এবার বাধ্য হয়ে অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের কলেজে ভর্তি হতে হবে। আর এর সরল অর্থ হল মেধাবী শিক্ষার্থীদের জাতি মেধাবী পরিচর্যা দিতে পারছে না। এই ব্যর্থতার কারণে বহু মেধার অপচয় ঘটছে প্রতি বছর। আর একটি বিষয় অবলীলায় ঘটে চলেছে– যার পরিণতি হতে পারে জাতির জন্য মারাত্মক। গ্রাম আর শহরের স্কুলের মধ্যে এসএসসি পরীক্ষার ফলাফলে ব্যবধান প্রতি বছরই [illegible]-৫ এর সংখ্যা কমছে, ফেল করা পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়[illegible] স্কুলের শিক্ষার্থীরা মেধাবী হলেও পরীক্ষার ফলাফল ভালো হচ্ছে না। ক্রমাগত পিছিয়ে পড়ছে গ্রামাঞ্চলের ছাত্রছাত্রীরা। শিক্ষা ব্যবস্থাসহ সবকিছু শহরমুখী হয়ে পড়ছে এবং গ্রামাঞ্চলের স্কুলগুলো ভালো শিক্ষক, শিক্ষা উপকরণ ও যথাযথ তত্ত্বাবধানের অভাবে ভুগে ভুগে মানের দিক দিয়ে ক্রমাগত পেছনে পড়ে যাচ্ছে। ফলে একই দেশে শিক্ষা ক্ষেত্রে সুযোগপ্রাপ্ত ও সুযোগবঞ্চিত– এই দু'রকমের পরিস্থিতি বিরাজ করছে।

শিক্ষার মত মৌলিক অধিকার দেশের সব শিক্ষার্থীর জন্য সমভাবে দিতে হবে এবং সমমানও দিতে হবে। এতে হেরফের করার কোন সুযোগ নেই– এই বিষয়টি শিক্ষা বিভাগ তথা সরকারকে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। শিক্ষিত জাতি গঠন করতে এবং একুশ শতকের বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে জরুরিভিত্তিতে দেশের সর্বত্র অর্থাৎ সব স্কুল-কলেজে উন্নত মানের শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। এটা রাতারাতি করা সম্ভব নয়, তা যেমন ঠিক, তেমনি এই বাস্তবতাও এ যাবত লক্ষ্য করা গেছে, দেশের সব স্কুল-কলেজকে ভালো স্কুল-কলেজে পরিণত করার কোন পর্যায়ক্রমিক পদক্ষেপও গ্রহণ করা হয়নি। কারণ সম্ভবত প্রভাবশালী ও বিত্তবানদের সন্তানদের সাধারণ ও নিম্নমানের স্কুল-কলেজে পড়তে হয় না। ভর্তির ব্যাপারেও তাদের তেমন ধকল পোহাতে হয় না। বাজেটে শিক্ষা খাতে বড় ধরনের বরাদ্দের কথা তো প্রতি বছরই শোনা যায়। এই বরাদ্দ শিক্ষার মান উন্নয়নে কোন কাজে লাগছে, এরকম মনে করার কোন কারণ দেখা যাচ্ছে না। তদুপরি শিক্ষার সব ক্ষেত্রে বিগত জোট সরকারের আমলে অনিয়ম-দুর্নীতি জেঁকে বসায় কোন সম্ভাবনাই কার্যকর হয়নি। অথচ স্কুল-কলেজে যোগ্য-দক্ষ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ, প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণাদির যোগান দান এবং যথাযথ তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে সর্বোচ্চ দশ বছরে দেশের সব স্কুল-কলেজে উন্নত মানের শিক্ষা নিশ্চিত করা কঠিন হওয়ার কথা নয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও এক্ষেত্রে সত্যিকার কোন মনোযোগ বিগত বছরগুলোতে লক্ষ্য করা যায়নি। নৈতিকতাসম্পন্ন উন্নত শিক্ষার অভাবেই সমাজ দুর্নীতিগ্রস্ত হয়, দুর্বৃত্তায়নের শিকার হয়। সারাদেশে সমমানের উন্নত শিক্ষা নিশ্চিত করার কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে বলে দেশবাসী আশা করেন।